টেলিফোন ঃ ৩৪-১৫৫২

রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট

ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন

৭-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

Regd No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎ চন্দ্র পণ্ডিত
(দাদাঠাকুর)

মাঘ-ফাল্গুনের

শুভ বিবাহের

সর্ব্বাধুনিক ডিজাইনের সকল রকম

কার্ডের বিরাট সম্ভাবেশ।

॥ পণ্ডিত প্রেস ॥

রঘুনাথগঞ্জ ঃ মুর্শিদাবাদ

৫৮-শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—২৬শে মাঘ বুধবার, ১৩৭৮ ইং 9th Feb. 1972 | ৩৫শ সংখ্যা

জঙ্গিপুর মহকুমায় ভোটের প্রস্তুতিপর্ব্ব পূর্ণোদ্যমে চলছে

দেশের অন্য অংশের সঙ্গে সমানে তাল রেখে জঙ্গিপুর মহকুমায় ভোটের প্রস্তুতি কার্য্য পুরোদমে চলছে। মোট ভোটদাতার সংখ্যা ৩,৩১,২০১ জন। এর মধ্যে সার্ভিস ভোটারের সংখ্যা ৯৭ জন। এবার এই মহকুমায় ভোটগ্রহণ করার জন্য সর্ব্বমোট ৩৩৯টি ভোটগ্রহণ কেন্দ্র স্থাপন করা হচ্ছে। যাহা গত বৎসরের তুলনায় ৮টি বেশী। গত বৎসর ভোটগ্রহণ কেন্দ্র ছিল ৩৩১টি। এই ভোটগ্রহণ কর্মসূচী সুচারুরূপে সুসম্পন্ন করার জন্য ১,৫৫০ জন কর্মীকে শীঘ্র-ই প্রশিক্ষণ দিবার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৪২০ হ'তে সাবধান

সম্প্রতি সুতী থানার বাহাদুরপুর গ্রামের হীরালাল রায় নামে এক যুবক অন্ধ্রপ্রদেশ হ'তে বাড়ী আসছিল। সে মিলিটারীতে চাকরী করে। হাওড়া হ'তে রাত্রিতে ফরাক্কা প্যাসেঞ্জারে আসার সময় জনৈক ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ হয়। এক সময় উক্ত ব্যক্তি ব্যাগ থেকে কতকগুলো সিঙ্গারা বর করে নিজে খান ও হীরালালকে খেতে অনুরোধ করেন। হীরালাল দু'টো সিঙ্গারা খায়। খাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যে সে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে। সুযোগ বুঝে জনৈক ব্যক্তি (৪২০) তার যাবতীয় জিনিসপত্র ও নগদ চারশো টাকা নিয়ে সরে পড়ে। পরদিন সকালে সজনীপাড়া ষ্টেশনে রমাকান্তপুর গ্রামের অমূল্যচরণ রায় তাকে গাড়ীতে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় দেখতে পান। তখন হীরালালের মুখ দিয়ে ফেনা বের হচ্ছিল। সে জীবিত কি মৃত কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না। অমূল্যচরণবাবু তাকে ফরাক্কা হাসপাতালে ভর্ত্তি করেন। ডাক্তারী পরীক্ষায় জানা যায় সিঙ্গারার মধ্যে আফিম ও ধুতুরার বীজ মিশান ছিল। বর্ত্তমানে হীরালাল সুস্থ আছে।

রঘুনাথগঞ্জে শহীদ দিবসে সর্ব্বধর্ম্মীয় প্রার্থনা সভা

গত ৩০শে জানুয়ারী বেলা ১০ টায় জঙ্গিপুর মহকুমা-শাসকের অফিস প্রাঙ্গণে মহাত্মা গান্ধীর তিরোধান দিবস উপলক্ষে সর্ব্বধর্মীয় প্রার্থনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীসত্যগোপাল দাস। মহকুমা-শাসক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মণ্ডল মহাশয় জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন। নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী বেদ, সেখ মহম্মদ ইসা কোরাণ, ডঃ সচ্চিদানন্দ ধর বৌদ্ধ, কাপ্তুরচাঁদ জৈন জৈন-ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করেন।

মহকুমা-শাসক তাঁহার সংক্ষিপ্ত ভাষণে সব ধর্ম্মের মূল লক্ষ্য এক—এই বিষয়টি তুলে ধরেন এবং অন্ধ সংস্কারাচ্ছন্ন হ'য়ে ধর্ম্মে, ধর্ম্মে জাতিতে, জাতিতে হানাহানি কলঙ্কের পরিসমাপ্তির জন্য আবেদন জানান। বেলা ১১টা হ'তে ১১-২ মিঃ শহীদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানিয়ে নীরবতা পালন করা হয়।

শশাঙ্কশেখর পাঁজার রামধুন সঙ্গীতের পর প্রার্থনা সভা শেষ হয়।

* * *

৩০শে জানুয়ারী বেলা ১১-৩০ ঘটিকায় জঙ্গিপুর পুরাতন হাসপাতাল দালানে অবস্থিত মহকুমা স্বাস্থ্য-আধিকারিকের অফিসে মহাত্মা গান্ধীর তিরোধান দিবসে মহকুমা-শাসক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মণ্ডল মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় কুষ্ঠরোগীদের চিকিৎসা সম্বন্ধে আলোচনা হয়। "উপযুক্ত চিকিৎসায় কুষ্ঠরোগও অন্য রোগের মত সেরে যায়। কুষ্ঠ সংক্রামক রোগ। কিন্তু সব কুষ্ঠ সংক্রামক নয়। আমাদের দেশের কুষ্ঠরোগীর শতকরা ৭৫ জনই অ-সংক্রামক। রোগ সম্পূর্ণ না সারা পর্য্যন্ত অবশ্য অবশ্য চিকিৎসা করাবেন।" সভা শেষে নিমন্ত্রিতদের জলযোগের ব্যবস্থা ছিল।

অনিবার্য্য কারণবশতঃ জঙ্গিপুর সংবাদের বর্ত্তমান সংখ্যায় ধূর্জটি বন্দ্যোপাধ্যায়ের "রূপসী বাংলা কবি মননের অন্তরঙ্গ ছবি" ও স্নিগ্ধা ব্যানার্জীর "জঙ্গীপুর সংবাদ" নামক প্রবন্ধ প্রকাশ করা সম্ভব হইল না। আগামী সংখ্যায় উহা আবার নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইবে। —সম্পাদক

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৬শে মাঘ বুধবার সন ১৩৭৮ সাল।

॥ সাম্প্রদায়িক বিষজ্বালা ॥

বাংলাদেশ সরকার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই সেখানকার ভাবধারারও এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন শুরু হয়ে গিয়েছে। নবীন রাষ্ট্রটির জন্মের মধ্যে দিয়ে ঘোষিত হল সাম্য, মৈত্রী, সমাজতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ। বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুস্লিম রাষ্ট্র বাংলাদেশের প্রধান মন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমান দৃপ্তকণ্ঠে এপার বাংলায় জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি ও তাঁর দেশ ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শে বিশ্বাসী। বিশ্বাসী বলেই তাঁর সরকার বাংলাদেশে ধর্মীয় দলগুলির রাজনীতিতে অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। বিশ্বাসী বলেই এক জাগ্রত জনচেতনা সেখানে প্রকট। কায়েদে আজম মহম্মদ আলী জিন্নার দ্বিজাতিতত্ত্ব আজ অসার বস্তুতে পরিণত হয়েছে সেখানে। এমত অবস্থায় অনেকের মনে প্রশ্ন জেগেছে—ভারতের মত ধর্মনিরপেক্ষ দেশে মুস্লিম লীগ বা ঐরকম ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলের ভূমিকা বা সার্থকতা কোথায়?

ধর্মভিত্তিক কোন সাম্প্রদায়িক দলই আজ রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করুক এটা বাঞ্ছনীয় নয়। বরং সে রকম ধর্মীয় দল যদি থাকেই, তবে তাকে রাজনীতি থেকে দূরে সরে থাকতে হবে। কেবল আপন ধর্মের প্রসার ও প্রচার তার কর্তব্য ও লক্ষ্য হোক। কিন্তু রাজনীতির ক্ষেত্রে নামলে দেশের মধ্যে একটা অসম্প্রীতি কোন কোন জায়গায় বড় তিক্ত হয়ে দেখা দিতে পারে, বিশেষতঃ যেখানে সম্প্রদায় বিশেষের সংখ্যাধিক্য আছে। ভারতীয় সংবিধান, সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা ও স্বীকৃতি জানিয়েছে। সকলেই রাজনীতিতে নামতে পারবে তারও কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এ কথা নিশ্চয়ই বলা হয় নি যে, ধর্মের চূড়ান্ত অনুশাসন দ্বারা একটি দল তার রাজনৈতিক মতাদর্শ প্রতিষ্ঠিত করুক বা নির্বাচন যুদ্ধে নামুক। মূলতঃ ব্যাপারটা এ যাবৎ এই রকমই হয়ে আসছে। ভারতে মুস্লিম লীগ থাকার সার্থকতা কোথায়? এখানে মুসলমানরাই মুসলমানদের স্বার্থ দেখবেন, এ ধারণা আজগুবি ছাড়া আর কি? স্বার্থসিদ্ধির জন্যে যেখানে হিন্দুরা সমধর্মী হিন্দুকে শোষণ করতে পশ্চাৎপদ হচ্ছে না, সেখানেও দেখা গেছে কি যে মুস্লিম নেতারা সব ধোয়া তুলসীপাতা? এই নেতা। নিজেদেরকে মুস্লিম ভাইদের নিঃস্বার্থ সেবক বলে প্রচার করেন শুধু আখের গুছিয়ে নেওয়ার জন্যে। কয়েকটি ধর্মীয় দাঙ্গার বিচার বিভাগীয় তদন্তে সন্দেহাতীত-ভাবে জানা গেছে যে, ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধির জন্যই হিন্দু অথবা মুস্লিম চাঁইরা আপন সম্প্রদায়ের লোকদের আত্মক্ষয়ী হানাহানির পথে ঠেলে দিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নি। স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে কোন্ মুস্লিম লীগ নেতা সামগ্রিকভাবে মুসলমানদের অর্থ-নৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতির জন্যে ত্যাগ স্বীকার করেছেন? দেখা যাবে একজনও নয়। অপরপক্ষে একটি প্রবুদ্ধ মুস্লিম নেতাও মুস্লিম লীগে যোগ দেন নি। দেননি এই জন্যে যে, তাঁরা জানেন, এই সম্প্রদায়টি চূড়ান্ত ধর্মান্ধ এবং সম্পূর্ণ অনুদার ও সংকীর্ণচিত্ত। ভারতের মত রাষ্ট্রে এই রকম দল থাকা একান্ত অসমীচীন। ভারতীয় সংবিধানে সকল ধর্মাবলম্বীকে সর্ব বিষয়ে সমান অধিকার দেওয়া হয়েছে। দেশে উচ্চতম পদে পর্যন্ত মুসলমান নাগরিক অধিষ্ঠিত থাকছেন। অতএব স্বধর্মী ভাইদের স্বার্থরক্ষা করার জন্য মুস্লিম লীগের কোন ভূমিকা থাকে কি? যদি থাকে, সেটা একমাত্র অমুসলমানরা তাদের দুশমন এই প্রচার আপন সম্প্রদায়ের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া ছাড়া আর কিছু না। তাহলে উগ্র সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প এই সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করে একটা অশান্তির সৃষ্টি করতে পারে। এ এক বিচিত্র মানসিকতা। আজ পর্যন্ত ভারতরাষ্ট্রে মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতি অবিচার হয়েছে এমন কথা বোধ করি, পাকিস্তান ছাড়া এবং উগ্র লীগবাদী ছাড়া আর কেউ কোন যুক্তিতেই মেনে নেবে না। তবে এই মানসিকতা কিসের জন্য? মুস্লিম লীগের চরম অবদান ভারত-ভাগ। এর ফলে মুসলমানদের এক অংশ পাকিস্তানের নাগরিক হন। অবশ্য বর্তমান বাংলা-দেশে তাঁদের একটা বিরাট অংশ অর্থাৎ বাঙ্গালী মুসলমান এখন একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের নাগরিক। তাঁরা পাকিস্তান জানেন না, তাকে মানেন না। এঁদের এবং বাকী অংশ যে অবাঙ্গালী মুসলমান বর্তমানে পাকিস্তানে রয়েছেন, তাঁদের বাদ দিয়ে বহু মুসলমান এখন ভারতের নাগরিক। সাংবিধানিক সকল প্রকার অধিকার তাঁরা এখানে ভোগ করছেন।

এঁদের ভিতরেই যাঁরা মুস্লিম লীগ নামের দলকে মনেপ্রাণে সমর্থন করছেন বা তাকে নানাভাবে মদত দিচ্ছেন, তাঁরা পাকিস্তানকে এখনও আপন দেশ বলে জ্ঞান করেন; ভারত তাঁদের কাছে যেন প্রবাস মাত্র। এঁরা জাতীয় আন্দোলনে সামিল হতে জানেন না। বাংলাদেশের জনগণের স্বাধিকার রক্ষার লড়াইকে এঁরা সুনজরে দেখেন নি—এটা মর্মান্তিক সত্য। এমন কি ঢাকার পতনে অনেকে শোক প্রকাশও করে থাকবেন।

বাংলাদেশে জনগণের নবজাগরণের পরিপ্রেক্ষিতে আজ নূতন করে ভাববার দিন এসেছে। সময় এসেছে ভেবে দেখবার যে, আজ বাংলাদেশে যেমন কোন উগ্র সাম্প্রদায়িক দল সেখানে জনকল্যাণের পরিপন্থী, তেমনি এখানেও মুস্লিম লীগ তথা হিন্দু-মহাসভাজাতীয় উগ্র সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তিপুষ্ট দলও এদেশের জাতীয় মঙ্গলের চরম বাধা-স্বরূপ। রাজনীতির ক্ষেত্রে এই সব দলকে কোন ভূমিকা গ্রহণ করতে দেওয়া ঠিক নয়। ঠিক নয় এইজন্যে যে, সাম্প্রদায়িকতা এমনি একটা বিষ যা জাতীয় মেরুদণ্ডে ঘুণ ধরিয়ে দেয় এবং জাতীয় সংহতিকে বিনষ্ট করে। রাজ্যেই হোক, বা কেন্দ্রেই হোক, মসনদরক্ষার খাতিরে এই সব দলের সমর্থন পাওয়ার প্রতিশ্রুতিতে তাদের জিইয়ে রাখতে হবে—এটা কোন সুবুদ্ধির পরিচয় নয়। উগ্র সাম্প্রদায়িক দলকে রাজনৈতিক বয়কট করাই শ্রেয়।

জামুয়ার জুনিয়র হাই স্কুল

জামুয়ার গ্রামে এই বৎসর হইতে পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীতে ছাত্র ভর্তি করিয়া একটি জুনিয়র হাই স্কুল খোলা হইয়াছে। বিদ্যালয় পরিচালন কমিটি শ্রীইন্দ্র ব্যানার্জী বি, এস-সি কে প্রধান শিক্ষকপদে ও শ্রীসম্বল কুণ্ডুকে সহকারী শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করিয়াছেন। এই বৎসর হইতেই ঐ দুইটি শ্রেণী খুলিয়া স্কুলকার্য্য যথারীতি শুরু করা হইয়াছে।

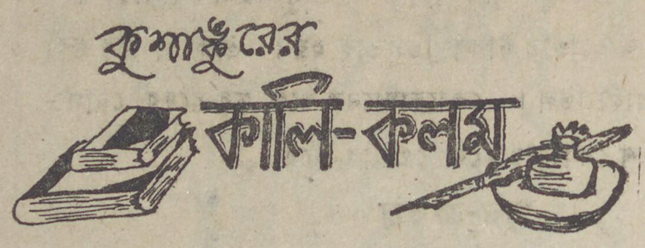

ওরা মানুষ নয়। ওরা দস্যু। ওরা নখর। নখ ওদের তীক্ষ্ণ নেকড়ের চেয়ে। সূর্যহারা অরণ্যের চেয়ে ওরা পাশবিকতায় অন্ধ। ওরা জ্বালিয়ে দিয়েছে শত শত গ্রাম, খুন করেছে হাজার হাজার মানুষকে, বইয়ে দিয়েছে রক্তের নদী, সৃষ্টি করেছে সারা দেশ জুড়ে অশ্রুর পাথার। ওরা বিবর হতে সদ্য নিষ্ক্রান্ত পশু। রক্তলোলুপ, নৃশংস, অত্যাচারী —অমানুষ ওরা। বাংলাদেশে ওদের বর্বরোচিত গণহত্যা দুনিয়ার সামনে নগ্ন করে দিল ওদের পূর্ব্ব-কল্পিত পরিকল্পনার নির্লজ্জ বাস্তব রূপ।

ওরা নিজেকে উগ্র করে বিভীষিকার প্রচণ্ডরূপে চেয়েছিল সত্যকে হনন করতে। কিন্তু সত্য অবিনশ্বর ও জ্যোতিষ্মান। ঐ পাকচমূদের ছিল না চারিত্রিক শুদ্ধতা, ছিল না সাহসিকতা। তবু ওদের যুদ্ধের সাধ ছিল—তাই যুদ্ধে নেমেছিল। কিন্তু ভারত চৌদ্দ দিনের যুদ্ধে ওদের সেই সাধ চির-কালের মত মিটিয়ে দিয়েছে। ওরা ছিল ধর্ম্মান্ধ। তাই ধর্ম্মের জিগির তুলে বাংলাদেশে সংস্কৃতির কণ্ঠরোধ করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সে বাসনাও বিফল। ভারতের সাথে চৌদ্দ দিনের যুদ্ধে ওদের পরাজয় প্রমাণ করে দিয়েছে ওদের ধর্ম্মান্ধতার পরাজয় আর ঘোষণা করেছে সংস্কৃতির জয়জয়কার। ওরা পশুর মতই চৈতন্যহীন। গণহত্যা করে, রক্তের হোলিখেলা খেলেও ওরা নিবৃত্ত ছিল না। ওদের শ্যেনদৃষ্টি এসে পড়েছে মুজিবরের ধানমুণ্ডির বাড়ীর অন্যান্য জিনিসের মত দেওয়ালে টানানো রবীন্দ্রনাথের একখানা প্রতিকৃতির উপর। পাকপশুরা মেসিনগান চালিয়ে প্রতিকৃতিখানি ক্ষত-বিক্ষত করে দিয়েছে। রবীন্দ্র চেতনায় উদ্বুদ্ধ বাংলাদেশের মানুষের প্রতি ওদের যত রোষ এবং আক্রোশ তার থেকে ঐ প্রতিকৃতিখানির উপর রোষ বেশী বৈ কম নয়। কিন্তু হায়, পামর! সত্য কি প্রমাণ করে দিল না—মহাকাল কি ঘোষণা করে দিল না—ধর্ম্মের গোঁড়ামি মানুষকে চিরকাল ঠুলি পরিয়ে অন্ধ করে রাখতে পারে না? সংস্কৃতি তার উপরে—অনেক - অনেক উপরে। বাংলাদেশের অভ্যুত্থান কি সেই সংস্কৃতির বিজয় ঘোষণা নয়?

॥ চিঠি-পত্র ॥

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

মাননীয়,

সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়, আপনার বহুল প্রচারিত 'জঙ্গিপুর সংবাদ' পত্রিকায় আমার বক্তব্য জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশিত করিলে বাধিত হইব। গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারীর দৈনিক 'যুগান্তর' ও দৈনিক 'আনন্দবাজার' পত্রিকায় আগামী নির্ব্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী শাসক কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থীদের নাম প্রকাশ করা হইয়াছে। কিন্তু ঐ সংবাদের একটি অংশে কয়েকজন প্রার্থীদের মনোনীত করা হয় নাই বলিয়া একটি খবর বাহির হইয়াছে। ঐ তালিকায় আমার নামও রহিয়াছে। খবরটি বিভ্রান্তিজনক। আমি শুভানুধ্যায়ী সকলকে জানাইতে চাই—এইবার নির্ব্বাচনে আমি প্রার্থীপদে মনোনয়নের জন্য শাসক-কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের নিকট কখনই কোন প্রকার আবেদন করি নাই। বরঞ্চ কিছুসংখ্যক স্থানীয় নেতৃবৃন্দ আগামী নির্ব্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করেন। কিন্তু আমি তাঁহাদিগকে দ্বিধাহীনভাবে আমার অক্ষমতা জানাই। সুতরাং সংবাদপত্রে প্রকাশিত আমার প্রার্থীপদ বাতিল হওয়ার সংবাদ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও বিভ্রান্তিকর। ইতি—৬।২।৭২

বিনীত—
শ্রীঅতুলচন্দ্র সরকার
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

জঙ্গীপুর কলেজে ছাত্র সংসদের নির্ব্বাচনে ছাত্র-পরিষদের জয়

গত ২রা ফেব্রুয়ারী জঙ্গিপুর কলেজে ছাত্র-সংসদের নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ছাত্র-পরিষদের সঙ্গে বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছিল। ছাত্র পরিষদ বিপুল আসনে জয়লাভ করে। মোট ৭৫টি আসনের মধ্যে ছাত্র-পরিষদ পেয়েছে ৬৭টি আসন আর বাকী ৮টি আসন পায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন।

বিধানসভার নির্ব্বাচন সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

সরকারী সংবাদে প্রকাশ যে, ৪৬নং ফরাক্কা, ৪৭নং সুতী, ৪৮নং জঙ্গীপুর ও ৪৯নং সাগরদীঘি বিধানসভার নির্ব্বাচনের জন্য নির্ব্বাচনপ্রার্থী অথবা তাঁহার প্রস্তাবক নির্ব্বাচন আধিকারিক অথবা সহ-নির্ব্বাচন আধিকারিকের নিকট জঙ্গীপুর মহকুমা শাসকের অফিসে আগামী ১১/২/৭২ বা তৎপূর্ব্বে (সরকারী ছুটির দিন ছাড়া) যে কোন দিন বেলা ১১টা হইতে ৩টার মধ্যে মনোনয়ন-পত্র অর্পণ করিতে পারিবেন। মনোনয়ন-পত্রের নিদর্শ পূর্ব্বোক্ত স্থানে ও সময়ে পাওয়া যাইবে। জঙ্গীপুর মহকুমা শাসকের অফিসে ইং ১২/২/৭২ তাং বেলা ১১টায় মনোনয়ন-পত্রগুলির সমীক্ষা (স্ক্রুটিনি) আরম্ভ হইবে। নির্ব্বাচন আধিকারিক অথবা সহ-নির্ব্বাচন আধিকারিকের নিকট তাঁহার অফিসে আগামী ১৪/২/৭২ তাং বেলা ৩টার পূর্ব্বে মনোনয়ন-পত্র প্রত্যাহারের জন্য নোটিশ অর্পণ করিতে হইবে। নির্ব্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইলে আগামী ১১/৩/৭২ তাং বেলা ৭টা হইতে বেলা ৫টার মধ্যে ভোট গ্রহণ করা হইবে।

(মহকুমা তথ্য ও জনসংযোগ আধিকারিক কর্ত্তৃক প্রচারিত।)

ভোটার তালিকা সংশোধিত

সরকারী সংবাদে প্রকাশ যে, ৪৬নং ফরাক্কা, ৪৭নং সুতী, ৪৮নং জঙ্গীপুর ও ৪৯নং সাগরদীঘি বিধানসভার নির্ব্বাচনকেন্দ্রের খসড়া নির্ব্বাচক তালিকার সংশোধনী সূচীসহ প্রত্যেকটি নির্ব্বাচন-কেন্দ্রের একটি প্রতিলিপি ১৯৭২ সালের ২২শে জানুয়ারী প্রকাশিত হয়েছে ও তাহা জনসাধারণের পরিদর্শনের জন্য উক্ত তারিখ হইতে একমাস জঙ্গীপুর নির্ব্বাচনকেন্দ্র বাদে মহকুমা শাসকের অফিসে ও স্ব স্ব ব্লক অফিসে রাখা হয়েছে। জঙ্গীপুর নির্ব্বাচন-কেন্দ্রের তালিকার প্রতিলিপি কেবলমাত্র জঙ্গীপুর মহকুমা শাসকের অফিসে রাখা হয়েছে।

(মহকুমা তথ্য ও জনসংযোগ আধিকারিক কর্ত্তৃক প্রচারিত।)

প্রকাশ্য দিবালোকে জুয়া খেলা আর কত দিন চলবে ?

আজ বেশ কিছুদিন হ'তে জঙ্গিপুর গণেশ টকীজের সন্নিকটে প্রথমে গোপনে জুয়া খেলা চলত। কিন্তু বর্ত্তমানে দিবালোকে চলছে। সকাল ৮৷৯টা থেকে গভীর রাত্রি পর্যন্ত এই খেলা চলে। পুলিশের চোখের সামনে এই জঘন্য কাজ দিনের পর দিন চালিয়ে যাচ্ছে। পুলিশ দাঁড়িয়ে থেকে নাকি খেলা উপভোগ করে। ভদ্র ঘরের মেয়েরা সিনেমা দেখতে আসেন। পাশেই বাস ষ্ট্যাণ্ড এখানেও প্রত্যেক দিন বহু লোকের যাতায়াত। এ'ভাবে জনকোলাহলপূর্ণ স্থানে পাপ কাজ আর কত দিন চল্‌বে ? পুলিশ কর্ত্তৃপক্ষ জবাব দিন।

ক্রীড়া সংবাদ

রঘুনাথগঞ্জ রোড রেস এ্যাসোশিয়েশন পরিচালিত ৭ম বার্ষিক রাস্তা-দৌড় প্রতিযোগিতা ৬ই ফেব্রুয়ারীর পরিবর্তে আগামী ১৩ই ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিত হবে। নাম দিবার স্থান—

রঘুনাথগঞ্জ রোড রেস এ্যাসোশিয়েশন
C/o যুঁই সাইকেল ষ্টোরস্, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

রঘুনাথগঞ্জ ১নং উন্নয়ন সংস্থার ব্লক স্পোর্টস এ্যাসোশিয়েশনের ক বিভাগের ভলি বল প্রতিযোগিতা মির্জাপুরে আরম্ভ হইয়াছে। বার্ষিক ক্রীড়ানুষ্ঠান শীঘ্রই কানুপুর নবজাগরণী ক্লাবের মাঠে হইবে।

দিকে দিকে ছিনতাই

গত ১৭ই জানুয়ারী সন্ধ্যা ৮টার সময় সমসেরগঞ্জ থানার তালতলায় এক ব্যক্তিকে তিনজন দুর্বৃত্ত আক্রমণ করে ও তার নগদ টাকাকড়ি কেড়ে নিয়ে পালিয়ে যায়। বাধা দিতে গিয়ে দুর্বৃত্তদের ছোরার আঘাতে লোকটি আহত

—পার্শ্বের কলমে উপরে দেখুন

হন। একজন দুর্বৃত্তকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে।

অনুরূপভাবে কয়েকদিন পূর্বে পাকুড় হ'তে ধুলিয়ান আসার পথে এক টমটমের দু'জন আরোহীর টাকা ছিনতাই হয়। প্রকাশ, দুর্বৃত্তরা একই টমটমের আরোহী ছিল। কোচোয়ানের সঙ্গে দুর্বৃত্তদের যোগাযোগ ছিল বলে পুলিশ কোচোয়ানকে গ্রেপ্তার করে।

খুন-জখম

গত ২৪শে জানুয়ারী সকাল ১০॥০ টার সময় ঘাস কাটাকে কেন্দ্র করে সুতী থানার বাহাগলপুর গ্রামের দু'দল লোকের মধ্যে সংঘর্ষে এক ব্যক্তি মারা যায়।

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনবত্ব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার [illegible]

খাস জনতা
কেরোসিন কুকার

খোকার জন্মের পর..

আমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ল। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সারা বালিশ ভর্তি চুল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডাকলাম। ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—"শারীরিক দুর্বলতার জন্য চুল ওঠে।" কিছুদিনের যত্নে যখন সেরে উঠলাম, দেখলাম চুল ওঠা বন্ধ হয়েছে। দিদিমা বল্লেন—"ঘাবড়াসনা, চুলের যত্ন নে,

দু'দিনেই দেখবি সুন্দর চুল গজিয়েছে।" রোজ দু'বার ক'রে চুল আঁচড়ানো আর নিয়মিত স্নানের আগে জবাকুসুম তেল মালিশ সুরু ক'রলাম। দু'দিনেই আমার চুলের সৌন্দর্য ফিরে এল'।

জবাকুসুম কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
জবাকুসুম হাউস ● কলিকাতা-১২

KALPANA.J.K-84.B

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।